খবর রাজ্যে/রাজ্যে

পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলা, রেকর্ড করা হল লালুপ্রসাদের বক্তব্য

রাঁচি, ১১ জুলাই: ৯০০ কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদের বক্তব্য সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে রেকর্ড করা হল। চাইবাসা ট্রেজারি থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ তোলা হয়েছিল, তা নিয়ে এদিন লালুপ্রসাদকে প্রশ্ন করা হয় সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে।

জানা গেছে, মোট ১৭টি প্রশ্ন করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় জনতা দল প্রধান আত্মপক্ষ সমর্থনে নেমে তিনি দোষী নন বলে জানান। বিরোধী পক্ষ তাঁকে এই মামলায় জড়িয়েছে বলে দাবি করেন লালু। প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার লালুপ্রসাদকে ফের হাজির হতে হবে রাঁচির সিবিআই বিশেষ আদালতে। লালুপ্রসাদের পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি নিয়ে পাঁচটি মামলার মধ্যে একটির নিষ্পত্তি হয়েছে। ওই মামলায় লালুপ্রসাদ দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁর পাঁচ বছরের জেলও হয়েছে। যদিও তিনি জামিনে মুক্ত রয়েছেন।

১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে লালুপ্রসাদ ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময়ই পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি নিয়ে ব্যাপক হইচই শুরু হয়। ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে এই নিয়ে মামলা দায়ের করা হয়। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির অধিকাংশ মামলাই চলছে রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালতে। কারণ বিহার সে সময় অবিভক্ত ছিল। ঝাড়খণ্ড রাজ্য তৈরির পর রাঁচি ওই রাজ্যের রাজধানী হয়েছে। যদিও পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি সহ একাধিক মামলাই রাঁচিতে চলছে।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় অমরনাথ যাত্রীদের উপর আক্রমণের নিন্দা

লখনউ, ১১ জুলাই: উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের উপর জঙ্গি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব পাস হয়েছে। সভা শুরুর পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সদস্যদের ঘটনাটি সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ সবসময়ই নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরই বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাবটি নেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সকলকে যৌথভাবে লড়াই করতে হবে। অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের উপর যেভাবে আক্রমণ হয়েছে, সেকথার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কোনও বিশেষ রাজ্যে নয়, সব রাজ্যেই করতে হবে। আমাদের সকলেরই উচিত, সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করতে একে অপরকে সাহায্য করা। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর বিধানসভার সদস্যরাও ভীরুর মতো তীর্থযাত্রীদের উপর এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন।

প্রসঙ্গত, অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের উপর আক্রমণের পরই রাজ্যে কড়া সতর্কতা জারি হয়েছে কানোয়ার যাত্রা নিয়ে। কিন্তু যাতে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে, সেজন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সতর্ক করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শেষে বিধানসভায় মৃত তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে থাকার কথা বলেন।

কানোয়ার যাত্রা সুরক্ষিত করতে উদ্যোগী দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই: অমরনাথ যাত্রীদের উপর জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি পুলিশ কানোয়ার যাত্রীদের উপর নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। কারণ তীর্থযাত্রীদের বাৎসরিক কানোয়ার যাত্রা শুরু হয়েছে। এই সময় তীর্থযাত্রীরা পবিত্র গঙ্গাজল কলসি বোঝাই করে নিয়ে যান নিজেদের বাড়িতে।

সোমবার শুরু হয়েছে যাত্রা। হিন্দুদের শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন যাত্রা শুরু হয়। শেষ হয় ২১ জুলাই। এই সময় শিবভক্ত হাজার হাজার তীর্থযাত্রী হরিদ্বার থেকে পবিত্র গঙ্গাজল কলসিতে ভরে নিজেদের শহরে বা গ্রামে নিয়ে যান। তীর্থযাত্রীদের আপাতত মৌখিকভাবে জঙ্গিদের আক্রমণ সম্পর্কে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া যাতে কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কানোয়ার মেলায় প্রচুর সাধুসন্ত হাজির থাকেন। তাদের নিরাপত্তার দিকটিও দেখা হচ্ছে।

হরিদ্বার থেকে যারা পবিত্র গঙ্গাজল কলসি করে নিজের শহর বা গ্রামে নিয়ে যাবেন, তাদের যাত্রাপথটি সুরক্ষিত করতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাঁরা যেসব জায়গায় থামবেন সেখানেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পি এস কুশওয়া।

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের অফিসাররা এজন্য কানোয়ার যাত্রার পথে পথে নিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীদের বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া বাজার, মল, মেট্রো স্টেশন, রেলস্টেশন, বিমানবন্দর সহ সর্বত্রই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে।

হত্যার উদ্দেশ্যে গবাদি পশু কেনা সংক্রান্ত কেন্দ্রের নোটিসে স্থিতাবস্থা শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি/চেন্নাই, ১১ জুলাই: হত্যার উদ্দেশ্যে গবাদি পশু বিক্রি এখনই বন্ধ করা যাবে না বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়কে সমর্থন জানিয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়েছে, কেন্দ্রের আনা নতুন আইনে কিছু পরিবর্তন না করে আপাতত দেশজুড়ে গবাদি পশু বিক্রি নিষিদ্ধ করা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত, সরকারের তরফে বলা হয়েছে, জনমত সংগ্রহ করতে অন্তত তিন মাস সময় লাগবে। মহম্মদ আবদুল ফাহিম কুরেশির নামে এক আইনজীবী গত ২৬ মে কেন্দ্রের দেওয়া নোটিসটিকে বেআইনি, অসাংবিধানিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে চ্যালেঞ্জ করেন। কুরেশি আরও বলেন, এই নোটিস সংবিধানে দেওয়া মানুষের খাদ্যের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও পরিপন্থী। প্রসঙ্গত, গত মে মাসে কেন্দ্রের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়, কসাইখানায় জবাইয়ের জন্য পশুবাজারে গরু সহ কোনও গবাদি পশু এখন থেকে কেনাবেচার জন্য নিয়ে আসা যাবে না। এমন কোনও পশুকে বাজারে নিয়ে আসতে হলে তার মালিককে এই মর্মে লিখিতভাবে জানাতে হবে যে, সেটি কসাইখানায় জবাই করার জন্য নিয়ে আসা হয়নি। পাশাপাশি আরও বলা হয়, ক্রেতা-বিক্রেতার কাছ থেকে লিখিত হলফনামা নেওয়া হবে যে, ওই পশুকে বিক্রি করা হচ্ছে কেবলমাত্র কৃষিকাজের জন্য।

কুরেশি আরও বলেন, এই নির্দেশ শুধু অসাংবিধানিক নয়, এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকাও প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে। কুরেশির এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের নোটিসের ওপর স্থিতাবস্থা জারি করে। গত ২৩ মে কেন্দ্রের জারি করা এই

নোটিস নিয়ে প্রবল অসন্তোষ তৈরি হয় নানা মহলে। তামিলনাড়ু, কেরল ও কর্নাটকে এই নোটিসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও বিজেপি। মাদ্রাজ হাইকোর্ট কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তির উপর স্থগিতাদেশ দেয়। এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানায়, মাদ্রাজ হাইকোর্টের স্থগিতাদেশটি তিন মাসের জন্য বহাল থাকছে। তা সারাদেশে প্রযোজ্য হবে।

বিপাকে চেতন ভগত

মুম্বই, ১১ জুলাই: জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগে অমরনাথ যাত্রীদের উপর হামলা নিয়ে ট্যুইট করে বিপাকে পড়লেন চেতন ভগত। কেজরিক-রপাশাপাশি অনেকেই তাঁর এই ট্যুইটের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। চেতন অবশ্য তাঁর মন্তব্য নিয়ে অবিচল। সোমবার অমরনাথগামী তীর্থযাত্রীদের একটি বাসে জঙ্গিরা নির্বিচারে গুলি চালালে ৭ জনের মৃত্যু হয়। বহু তীর্থযাত্রী আহত হন। তাদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চেতন ভগত অমরনাথ যাত্রীদের উপর এই জঙ্গি হামলাকে ইদের আগে ট্রেনে ঘটে যাওয়া জুনেইদের হত্যার সঙ্গে তুলনা করে ট্যুইটারে লেখেন, যখন জুনেইদের মৃত্যু হয়েছিল, তখন সংবাদমাধ্যম বলেছিল, সেমুসলিম হওয়ার কারণে মারা গিয়েছে। তবে এবার কি অমরনাথ যাত্রীরা হিন্দু হওয়ার কারণে মারা গেলেন?

ভারত ও চিনের পক্ষে সীমান্ত সমস্যা মোকাবিলা মোটেই কঠিন নয় : জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি/সিঙ্গাপুর, ১১ জুলাই: অতীতে ভারত ও চিন তাদের সীমান্ত সমস্যার মোকাবিলা করেছে। এখনও এই দুই দেশ তাদের সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে অনায়াসেই বলে দাবি করেছেন বিদেশ সচিব এস জয়শঙ্কর। বিদেশ সচিবের মতে, ভারত ও চিনের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। কাজেই সীমান্ত বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। অতীতেও বার বার দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু দিল্লি ও বেইজিং নিজেদের মতো করেই সমস্যার সমাধান করেছে। জয়শঙ্কর এখন সিঙ্গাপুরে রয়েছেন। 'ইন্ডিয়া-আসিয়ান অ্যাড্ড দ্য চেঞ্জিং জিও পলিটিক্স' সম্পর্কে এক আলোচনাচক্রে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভারতের বিদেশ সচিব বলেন, সিকিম সেক্টরে ডোকালাম অঞ্চলে ভারতীয় ও চিনা সেনার মধ্যে কিছু মতপার্থক্য হয়েছে। এই দুই দেশ নিজেরাই তা মিটিয়ে ফেলবে।

বিদেশ সচিব দাবি করেন, অনেকের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, এই প্রথম চিন ও ভারতের মধ্যে যেন সীমান্তবিরোধ হল। কিন্তু অতীতেও বহুবার দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ নিজেরাই মিটিয়ে নিয়েছে। প্রসঙ্গত, ডোকালাম সীমান্তে ভারত, ভুটান ও চিনের মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, তা মিটিয়ে নেওয়া সময়ের অপেক্ষা বলে মন্তব্য করেছেন জয়শঙ্কর।

ভারতের বিদেশ সচিবের মন্তব্য থেকে পরিষ্কার, বেইজিংয়ের সঙ্গে এই মুহূর্তে কোনওরকম বিবাদে জড়াতে রাজি নয় দিল্লি। সম্ভবত সেই কারণেই বিদেশ সচিব জয়শঙ্কর পরোক্ষে জানিয়ে দিয়েছেন, এই সংকটে তৃতীয় পক্ষের নাক গলানোর কোনও প্রয়োজন নেই। বেইজিং ও দিল্লি নিজেরাই সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বিভিন্ন বিদেশি মিডিয়া যেভাবে বিষয়টিকে ফলাও করে দেখাচ্ছে, তারও নিন্দা করেছেন বিদেশ সচিব।

নীতীশ কুমারের 'ইউএসপি' ধরে রাখতে চায় দল

পাটনা, ১১ জুলাই: দুর্নীতি নিয়ে কোনওরকম সমঝোতা নয় এবং সুশাসন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের 'ইউএসপি'। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে তিলে তিলে নীতীশ কুমার তাঁর এই 'ইউএসপি' গড়ে তুলেছেন। দলের নেতার ভাবমূর্তিকে কোনওভাবেই কলুষিত হতে দিতে চান না জনতা দল (সংযুক্ত) নেতারা। তাই মঙ্গলবার দলীয় বৈঠকের আগে ও পরে তারা দুর্নীতির সঙ্গে কোনও সমঝোতা করা হবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন।

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী কুমার যাদবকে নিয়েই সংকটে পড়েছেন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নীতীশ কুমার। কারণ গত সপ্তাহে লালুপ্রসাদের পরিবারের একাধিক সদস্যের বাড়িতেই সিবিআই হানা দেয়। প্রথমে এ নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেও পরে নীতীশ নাকি ফোন করে লালুপ্রসাদকে তেজস্বীর বদলে তেজ প্রতাপকে উপমুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব দেন।

কিন্তু আরজেডি সুপ্রিমো সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। পরদিন তড়িঘড়ি আরজেডি নেতাদের বৈঠক ডাকা হয় লালুর বাড়িতে। কার্যত সেখানে দলীয় সভাপতির সামনে সব নেতাই তেজস্বীর পিছনে এসে দাঁড়ান। তাঁর পদত্যাগের কথা উড়িয়ে দেন। নীতীশ কুমার মন্ত্রিসভার একাধিক আরজেডি মন্ত্রী লালুর এইসব সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন। এদিকে দিল্লিতে মঙ্গলবারই বিরোধী দলগুলি উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী ঠিক করতে বৈঠক ডাকে। জানা গেছে, কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও টিএমসি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীতীশকে ফোন করে ওই বৈঠকে হাজির থাকার কথা বলেন।

নীতীশ নাকি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বৈঠকে থাকতে পারবেন না বলে তাদের জানান। এরপরেই তিনি রাজগীর চলে যান। কিন্তু মঙ্গলবারই জনতা দল (সংযুক্ত)'র বৈঠক ডাকা হয় তাঁর বাড়িতে। কারণ দলের তরফে উপমুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তেজস্বী যাদবকে সরানোর জন্য চাপ ক্রমশ প্রবল হচ্ছে নীতীশ কুমারের উপর। বৈঠক শুরুর আগে পর্যন্ত জনতা দল (সংযুক্ত) নেতারা সাংবাদিকদের বলেন, দুর্নীতির সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা করবে না দল। তারা তাদের নেতা নীতীশ কুমারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ধরে রাখতে চান।

জনতা দল (সংযুক্ত)'র সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় ঝা বলেন, কুমার গত ১২ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন। কেউ তাঁর এই ভাবমূর্তি ধুলোয় মিশিয়ে দিক, দল তা চায় না।

এদিকে বিহার মন্ত্রিসভার এই সংকটে নীতীশের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্পষ্ট বলেছেন, আরজেডির সঙ্গে জোট ভাঙলে বিহারে মন্ত্রিসভা টিকিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে বিজেপি। তারাই সমর্থন করবে নীতীশকে।

যোগী আদিত্যনাথের প্রথম বাজেট

লখনউ, ১১ জুলাই: যোগী আদিত্যনাথ পরিচালিত বিজেপি সরকার মঙ্গলবার ২০১৭-১৮ সালে বাজেট পেশ করেছে। উত্তর প্রদেশে গত ৬ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনও অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করলেন। বাজেটের মূল ফোকাস গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়ন। নতুন নতুন পরিকল্পনার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৫.৭৮১ কোটি টাকা। এই বাজেট থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা হয়েছে ৩,৭৭,০০০। বাজেটের অন্যতম দিক কসাইখানাগুলির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট এবং ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হবে যোগী আদিত্যনাথের। আদিত্যনাথের গোরক্ষপুর কেন্দ্রের চিনিকলটির উন্নতি করা হবে। বস্তি এবং মুন্দাওয়ার চিনিকলের আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার জন্য তীর্থযাত্রী পিছু এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়া অযোধ্যা, মথুরা এবং কাশীতে প্রসাদ বিতরণের জন্য সরকার নানারকম পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই বাবদ সরকার বরাদ্দ করেছে ৮০০ কোটি টাকা। রামায়ণ কনক্লেভের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩ কোটি টাকা। চমক লাগিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৯৪১.৮৩ কোটি টাকা, যা সমাজবাদী সরকারও করেনি।

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এখন থেমে আছে বর্ষা

তিরুবনন্তপুরম/মুম্বই, ১১ জুলাই: এবার এল নিনোর প্রভাব নেই। বর্ষাও ঠিকসময় এসেছিল। তাইমধ্য ও দক্ষিণ ভারতের কৃষকদের মনে ভরসা জেগেছিল। ওইসব রাজ্যের কৃষকরাও আশাবাদী হয়েছিল। কিন্তু বর্ষা ঠিকসময় এলে কীহবে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের ব-দ্বীপ অঞ্চলে থেমে আছে বর্ষা। বর্ষার মরশুমে এই সময়ে এইদুই রাজ্যে যে পরিমাণ বৃষ্টি হওয়ার কথা এখনও পর্যন্ত সেই পরিমাণ বৃষ্টি হয়নি। দুই রাজ্যেই স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টি হওয়ায় হতাশা দেখা দিয়েছে কৃষকদের মধ্যে। মধ্য ভারতের বিদর্ভে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অনাবৃষ্টির কারণে বহু কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। ফলে এবারও বৃষ্টি না হলে চাষবাস পণ্ড হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দিঘির মৌসম ভবনের মতে, শুধু দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত নয়, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে এই সময় যে পরিমাণ বৃষ্টি হওয়ার কথা তা থেকে এখনও পর্যন্ত ৫ শতাংশ বৃষ্টি কম হয়েছে। কেরল, দক্ষিণ কর্নাটকের প্রত্যন্ত অঞ্চল, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চল, এমনকি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। অথচ আন্দামান ও নিকোবরে সারা বছরই বৃষ্টি হয়। তাই এ বছর এখনও পর্যন্ত বৃষ্টি কম হওয়ায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। উত্তর-পশ্চিম ভারত মূলত গঙ্গার সন্নিহিত অঞ্চল বলে পরিচিত। সেখানে এবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হয়েছে।

NOTICE

GOVERNMENT OF INDIA, DEPARTMENT OF SPACE
SATISH DHAWAN SPACE CENTRE SHAR
CONSTRUCTION & MAINTENANCE GROUP
SRIHARIKOTA-524124.

E-TENDER BRIEF NOTICE

e-Tender Notice No.CMG/C/E 1787013 Date: 10.07.2017

1. On Behalf of the President of India, item-rate tender is invited through e-tendering for the following work(s).

Sl. No.	Description	Details
1	Title of Work	Construction of Telecommand station at Port Blair (Civil, PH and Road Works)
	NIT No & Date	CMG/C/E 1787013, dt: 10/07/2017
2	Estimated Cost put to tender	₹ 131 Lakhs
3	Period of Completion	09 Months
4	Period during which the tender documents can be requested	From: 14/07/2017,10:00hrs To : 24/07/2017,14:00hrs
5	Last date and time for uploading of tenders	28/07/2017,14:30 Hrs

2. Interested tenderers may please refer Detailed Notice Inviting Tender (NIT) from website www.isro.gov.in / www.tenderwizard.com/ISRO. For further details and purchase of tender documents visit www.tenderwizard.com/ISRO. Ph:08623 226447, 226420.

Group Head, CMG

TENDER NOTICE

Sealed quotations for supply of "Furniture Items" Vide tender notice No.385/QMS/PL/Misc/2015-16/17 dated 04/07/2017 are invited from reputed manufacturer's,firms, dealers & Suppliers etc. for the use of A&N Police department. Details of tender notice, items with terms & conditions can be downloaded from A & N Administration's/Police website i.e.**www.and.nic.in/ www.police.and.nic.in** vide unique No. 47753. The last date for receipt of quotations is **28.07.2017 at 03.30pm.**

Unique No.47753
R.No.IP/737/17

Dy.Superintendent of Police (QMS)
Police, Headquarters

TENDER NOTICE

TENDER NOTICE No.1-8/GP-NN/HB-LA/Tender/2017-18/75 Dated: 10/07/2017

Sealed tender signed duly superscripted with tender No. and due date and addressed to Pradhan, Gram Panchayat Netaji Nagar, Hut Bay, Little Andaman is invited from the authorized dealers, reputed firms/registered Co-operative Societies/Stockiest/Shopkeepers for **Purchase of various items for revenue generation** at Gram Panchayat Netaji Nagar Hut Bay, Little Andaman.

The Tender document for the aforesaid Tender can be obtained from the Office of Gram Panchayat Netaji Nagar, Hut Bay, Little Andaman on all working days from 09.00AM to 4.00 PM up to 10/08/2017 on payment of Rs.500/-**(Rupees Five Hundred only)**

The tender along with EMD of Rs.**10,000**/-(Rupees Ten thousand only) in favour of Panchayat Secretary Gram Panchayat Netaji Nagar valid for 01(one) year and complete in all respect should be placed in the tender box of Gram Panchayat Netaji Nagar, Hut Bay, Little Andaman latest be **03.30 PM** on **10/08/2017**.

Tenders thus received shall be opened on the day i.e. on 11/08/2017 at **04.00PM** in presence of the Panchayat Secretary, Pradhan, Standing Committee Chairman, Purchasing Committee and the Tenderers if any.

The Pradhan, Gram Panchayat Netaji Nagar, Hut Bay, Little Andaman reserves the right to accept or reject any or all the Quotations without assigning any reasons thereof.

PRADHAN
Gram Panchyat,Netaji Nagar, Hut Bay, Little Andaman

Unique ID No.
R.No.IP/743/17

No. 5-10/Edn/Pur/Secutiry Guard/2017/3026
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF EDUCATION
PORT BLAIR

Port Blair, dated 7th July, 2017

CHAPTER-1
INVITATION OF THE BID

The Secretary-cum-Director of Education A&N Administration, Port Blair, on behlaf of the President of India invites sealed tender in two envelop system (Technical & Financial bid) from experienced, reputed and licence holder agencies for Providing **Security Personnel and Manpower On Outsourcing Basis** for this Department thouroughout the territory of A&N Islands from time to time on 'as and when required' basis for a period of one year. The details and scope of work, terms and conditions,EMD etc. are laid down in the tender document.

Details of the bid

01 Name of Work	**SECURITY PERSONNEL AND MANPOWER ON OUTSOURCING BASIS.**
02 Eligibility	Experienced, Reputed and licence holder agencies
03 Estimated Cost	**Rs.62,00,000/-**(Rupess Sixty Two Lakhs only)
04 No.of manpwer required	**50 (FIFTY)**
05 Earnest Money Deposit	**Rs.1,24,000/-**(Rupees One Lakh Twenty Four Thousand only)
06 Cost of Tender documents	**Rs.500/-**(Rupees Five hundred only) (non-refundable) per set
07 Issue of tender documents	**Up to 12.00 Noon on 09/08/2017**
08 Last date for Submission of Filled-in tender	**Up to 03.00 PM on 09/08/2017**
09 Opening of technical bid	**03.30 PM on 09/08/2017**
10 Opening of financial bid	**04.00PM on 10.08/2017** *(will be opened only of those bidders Who qualify in the technical bid)*
11 Collection of tender documents along with Prescribed rate format	Downloadable from www.and.nic.in or can be collected from the Directorate of Education, VIP Road, Port Blair-744103 up to 12 Noon of **09/08/2017** on all working days.

Unique No:-47783
R.No.IP/746/17

Deputy Director Education (Plg.)

সীমান্তে উত্তেজনা সত্ত্বেও চিন চায় সেখানকার এক্সপো'তে ভারতের অংশগ্রহণ

নয়াদিল্লি/বেইজিং, ১১ জুলাই: চিনের ডংগুয়ান শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'ম্যারিটাইম সিল্ক রোড ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো'। একুশ শতকে এইপ্রথম এতবড় এক্সপো'র আয়োজন করছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনও দেশ। ২১-২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই এক্সপোতে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ চায় চিন। সোমবার সন্ধেতে এই এক্সপোর 'প্রমোশনাল কনফারেন্সে' অন্তত সেই ইচ্ছেই প্রকাশ পেয়েছে। ডংগুয়ান পুর প্রশাসনের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল চেন কুইসেন এই কনফারেন্সে শুনিয়েছেন, চিন ও ভারতের মধ্যে কয়েক হাজার বছর ধরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। হিমালয় দু'দেশের মধ্যে এই সম্পর্কের অন্যতম রচয়িতা। চেন জানিয়েছেন, ২০১৭তে সেখানে অনুষ্ঠিত এক্সপোতে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অংশ নিয়েছিলেন। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবারে তাদের বড় মাপের অংশগ্রহণ চেয়েছেন।

চেন এই মন্তব্য করেছেন এমন একটা সময়ে যখন সিকিম সেক্টরের আন্তর্জাতিক সীমারেখায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ভারত ও চিনের সেনা একে অন্যের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে। ভুটানের ডোকালা সীমান্তে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'দেশের সেনা। চিনের গণমুক্তি ফৌজ এই ডোকালা লাগোয়া অঞ্চলে দীর্ঘ পাকা সড়ক তৈরি করেছে বলে অভিযোগ ভারতের। ভারত ও ভুটানদু'দেশই অভিযোগ করেছে, চিন সেখানে যেছিটাবাহী রয়েছে, তা নষ্ট করে দিতে চাইছে। এরকমই পরিস্থিতিতে চিনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ব্রিকসের বৈঠকের ফাঁকে একান্তে আলোচনা সেরেছেন। এছাড়া জি-২০'র শীর্ষ সম্মেলনে

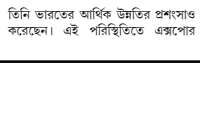

তিনি ভারতের আর্থিক উন্নতির প্রশংসাও করেছেন। এই পরিস্থিতিতে এক্সপোর আয়োজকদের ধারণা, ভারত যোগ দিলে খুশি হবেশি জিনপিংও। সোমবার সন্ধ্যায় এক্সপো সংক্রান্ত কমিটির সেক্রেটারি লি রংরং দাবি করেছেন, ভারত ও চিন দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে এগিয়ে চলেছে। তার আরও দাবি, ২০০০ সালে ভারতে চিনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ২১৯ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৬ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০০০ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৭ সালে ভারতে চিনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন চায় এক্সপোতে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ।